আবার ফারিয়া

আফলাতুন হায়দার চৌধুরী *লন্ডন থেকে*

মিস্ ফারিয়া আবারও ব্রিটিশ মিডিয়ায় আলোচনার ঝড় তুলেছেন। এবার কোনো স্ক্যান্ডাল নয়, যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন এফ.এ. চিফ ডেভিড ডেভিসের বিরুদ্ধে।

২১ জুন হলবোর্নের এক আদালতে ইংল্যান্ড ফুটবল এসোসিয়েশনের চিফ ডেভিসের বিরুদ্ধে যেন্ন হয়রানির অভিযোগ তোলেন। আদালতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে আমি অনেকবার যৌন হয়রানির শিকার হয়েছি।'

ফারিয়ার একসময়কার বস্ মি. ডেভিস এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন শিগ্‌গিরই তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণ পেশ করবেন। 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, হিংস্র এবং নোংরা এই অভিযোগের বিরূদ্ধে আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। অবশ্যই এইসব অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে।'

মি. ডেভিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর, ফারিয়া বলেন- মি. ডেভিস অনেকবার তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চেয়েছিলেন। 'একবার তার ফ্যাট থেকে ফেরার মহূর্তে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে জোর করে ঠোঁটে চুমু খেতে চাইলে আমি প্রবল বাধা দেই।'

'বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে ডেভিড আর আমি যখন লিফ্‌টে একা ওঠানামা করতাম ডেভিড আমাকে প্রায় জোর করে চুমু খেতে চাইতো।'

ফারিয়া আরো বলেন, 'ডেভিড আমাকে নিয়ে একান্ত্রে সময় কাটানোর স্বপ্ন দেখতো এবং প্রায়ই বলতো, ''চলো আমরা পালিয়ে যাই, তারপর একটা রুমে তুমি আর আমি ঢুকে তালা বন্ধ করে চাবি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো, ... এরপর শুধু তুমি আর আমি...। আমি কখনো প্রশ্রয় দেইনি।'

ফারিয়া আদালতকে জানান জোর করে তাকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তার প্রতি বৈষম্যমলক আচরণ করা হয়েছে। এই ডেভিড ডেভিস সংক্রান্ত মামলায় তিনি ৩০,০০০ পাউন্ড (প্রায় ৫৭,০০০ মার্কিন ডলার) দাবি করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইংল্যান্ড ফুটবল এসোসিয়েশনে মি. ডেভিসের রয়েছে গৌরবজনক কৃতিত্বের ইতিহাস। তিনি বিভিন্নভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলিশ ফুটবলকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখেন। তার আমলে ফুটবল হুলিগানিজম শূন্যের মাত্রায় নেমে আসে। তিনি ফুটবল এসোসিয়েশন তথা ব্রিটেনের মানুষের কাছে যথেস্ট সম্মানের পাত্র।

শুনানির প্রথম দিন ফারিয়া তার দুজন সহকারিনীর উল্লেখ করে বলেছিলেন ওরা তাকে (ফারিয়াকে) মি. ডেভিসের এই দিকটা সম্বন্ধে ইংগিত দিয়েছিলো। কিন্তু পরে তারা এমন কিছু বলার কথা অস্বীকার করেন এবং এফ.এ. কর্মকর্তারা বলেন যে, ফারিয়া ঠান্ডা মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি করে এগুচ্ছেন, যা কিনা ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের ভাবমুর্তিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে।

ইংল্যান্ড ফুটবল এসোসিয়েশনের সাবেক সেক্রেটারি মিস্ ফারিয়া আলম(বর্তমানে ৩৯) ২০০৪ এর আগস্টে ইংল্যান্ড ন্যাশনাল টিম ম্যানেজার স্বেন গোরান এরিকসন এবং চিফ এক্সেকিউটিভ মার্ক প্যালিওসের সাথে এ্যাফেয়ার এবং সেই ঘটনা জানাজানি হবার পর তাকে চাকরি থেকে অব্যহতি নিতে বাধ্য করা হয়। এরিকসনের সঙ্গে তার *শিল্প* পর্যায়ের মেলামেশার বিষয়টি ব্রিটিশ মিডিয়া ফলাও করে ক'দিন প্রচার করেছিলো। ঐ ঘটনায় মি. প্যালিওস এবং কমিউনিকেশন ডাইরেক্টর কলিন গিবসনও পদত্যাগ করেন। বান্ধবীদের কাছে ফারিয়ার পাঠানো ই-মেইলগুলোও অত্যন্ত আদি-রসাত্মক এবং এরিকসনের সঙ্গে তার মেলামেশার বিস্তারিত বর্ণনা নিজেই দেন। তিনি এরিকসনকে 'সুগার' বলে সম্বোধন করতেন।

এরিকসন প্রসঙ্গে মিস্ ফারিয়া বলেন, 'সে আমাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করেছিলো, অন্যদিকে আমিও এমন কিছু বলতে চাইনি যা কিনা তার (এরিকসনের) ক্যারিয়ারের তি করতে পারে।' (গত বছর এক সাাৎকারে ফারিয়া স্বীকার করেছিলেন তিনি এরিকসনের প্রেমে পড়েছেন এবং তাকে ভালোবাসেন।)

ব্রিটিশ মিডিয়া, বিশেষ করে ট্যাবলয়েডগুলো ২০০৪ সালে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফুটবল টিম ম্যানেজার স্বেন গোরান এরিকসনের সাথে অফিস সেক্রেটারি সুন্দরী ফারিয়ার মেলামেশা এবং রোমান্সের রগরগে কাহিনী বেশ ফলাও করে ছাপতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে মিস্ ফারিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের সোহো (সেন্ট্রাল লন্ডন) অফিস থেকে অব্যাহতি নেন এবং এবং সাংবাদিকদের আড়ালে চলে যান। অন্যদিকে পুরো কাহিনী এক মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করার ব্যাপারে একটি ট্যাবলয়েডের সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতায় আসেন এবং অগ্রিম হিসেবে অর্ধেকটা গ্রহণও করেন।

এদিকে ফুটবল এসোসিয়েশনে এরিকসনের বিরুদ্ধে লবিং তীব্র হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে এরিকসনকে বরখাস্ত করার উপায় খুঁজতে থাকে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের ফুটবল

এসোসিয়েশনের ভাবমূর্তির চরম অবনতি হয়েছে এমন একটা কিছু দাঁড় করিয়ে এরিকসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাকে বরখাস্ত করার বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গেও অনেক শলাপরামর্শ করে। বরখাস্ত তো দূরের কথা, তার বিরুদ্ধে কার্যকর একটা অভিযোগও আনা যায়নি যা নিয়ে আদালত পর্যন্ত যাওয়া যায়। এরিকসন ইংল্যান্ড ফুটবল টিমের দক্ষ ম্যানেজার, সেই সাথে খুবই জনপ্রিয়। ফারিয়া আর এরিকসনের সম্পর্ক অথবা পুরো ঘটনা একান্ত ব্যক্তিগত। এটাকে পুঁজি করে এরিকসনকে বরখাস্ত করার চেষ্টা শ্রেফ ছেলেমানুষী, হাস্যকর। ব্যাপারটিকে তিনি সংক্ষেপে 'স্টুপিড' বলে আখ্যায়িত করেন আর এই সংক্ষিপ্ত 'স্টুপিড' শব্দটি ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ গ্রহন করে এবং প্রবল ভাবে এরিকসনকে সমর্থন করে।

এক সময়কার পশ(Posh) মডেল বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ফারিয়া দমবার পাত্রী নন। কর্মক্ষেত্রের আকস্মিক এই ক্ষতি তিনি মেনে নেবেন কেন? তাই ২১ জুন হলবোর্নের এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনালে অকপটে তিনি তার এই অভিযোগ পেশ করেন। এমনকি তৃতীয় আরো একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন বলে হুমকি দেন। কে এই তৃতীয় ব্যক্তি এটা নিয়ে এখন ব্রিটিশ মিডিয়া একটু নড়েচড়ে উঠেছে। ফারিয়াও পুরো দশমাস পর আবার লাইমলাইটে এলেন।